(একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স (ভবন-২)
১১৯ কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
www.bfsa.gov.bd

নম্বর: ১৩.০২.০০০০.৭১১.৫৭.০০৩.২৪.২২৩ তারিখঃ ১২ জুন ২০২৪ খ্রি.

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ফেলোশীপ নীতিমালা, ২০২৪ জারিকরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ফেলোশীপ নীতিমালা, ২০২৪ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারি করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

১২/৬/২০২৪

জাকারিয়া
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
ফোন: +৮৮০২-২২২২২৩৬২৬
ইমেইল: chairman@bfsa.gov.bd

অনুলিপি :

১। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
২। সদস্য (খাদ্যভোগ ও ভোক্তা অধিকার), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
৩। সদস্য (আইন ও নীতি), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
৪। সদস্য (জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
৫। সদস্য (খাদ্য শিল্প ও উৎপাদন), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
৬। সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
৭। সহকারী পরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শাখা (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ফেলোশিপ নীতিমালা, ২০২৪

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ফেলোশিপ নীতিমালা, ২০২৪

১.০ **শিরোনাম:**

এ **নীতিমালা** "বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ফেলোশিপ নীতিমালা, ২০২৪" নামে অভিহিত হবে।

২.০ **সংজ্ঞা:**

ক) আইন অর্থ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩;

খ) কর্তৃপক্ষ অর্থ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং উক্ত নীতিমালার অধীন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা।

৩.০ **ফেলোশিপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**

৩.১ **ফেলোশিপের লক্ষ্য:**

বাংলাদেশের নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন খাতকে সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে গবেষণালব্ধ ফলাফল নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকল্পে এবং জনহিতকর কাজে প্রয়োগ করা।

৩.২ **ফেলোশিপের উদ্দেশ্য:**

ক) নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এ বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

খ) খাদ্যের নিরাপদতা সম্পর্কিত জ্ঞান সম্পন্ন উচ্চ শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ জনবল তৈরি করা;

গ) দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি ও পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহ প্রদান করা;

ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান / বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরতদের মাঝে উন্নতমানের গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ জাগিয়ে তোলা;

ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত গবেষণার দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

চ) উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণা কর্মে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা; এবং

ছ) কর্তৃপক্ষের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বিজ্ঞানীদের সহায়তা প্রদান করা।

৪.০ **ফেলোশিপ প্রদানের ক্ষেত্র:**

তফসিল-১ এ বর্ণিত ক্ষেত্রসমুহ ফেলোশিপ প্রদানের জন্য বিবেচ্য হবে। কর্তৃপক্ষ ক্ষেত্রসমুহ প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সংযোজন/বিয়োজন/সংশোধন/পরিমার্জন করতে পারবে।

৫.০ **ফেলোশিপের শ্রেণি ও মাসিক ভাতার হার:**

ক) নিম্নোক্ত শ্রেণিতে ফেলোশিপ প্রদান করা হবে:

অ) সাধারণ ফেলোশিপ-১: এমএস অথবা সমমানের ডিগ্রি

আ) সাধারণ ফেলোশিপ-২: এমফিল ডিগ্রি

ই) উর্ধ্বতন ফেলোশিপ: পিএইচডি ডিগ্রি

খ) তফসিল-২ এ বর্ণিত হারে ফেলোশিপের ভাতা প্রদান করা হবে। কর্তৃপক্ষ আর্থিক সামঞ্জস্যতার নিরিখে ফেলোশিপের হার সংযোজন/বিয়োজন/সংশোধন/পরিমার্জন করতে পারবে।

৬.০ **ছাত্র/ছাত্রী /গবেষকদের ফেলোশিপের জন্য সাধারণ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শর্তাবলি:**

ক) ফেলোশিপ এর সাধারণ যোগ্যতা:

অ) আবেদনকারীকে বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে;

আ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুচ্ছেদ ৪.০ এ উল্লিখিত কোনো খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সার্বক্ষণিকভাবে অধ্যয়নরত/গবেষণারত হতে হবে;

ই) অন্য কোন সরকারি / স্বায়ত্বশাসিত / বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে প্রস্তাবিত গবেষণার জন্য কোনো প্রকার ফেলোশিপ গ্রহণ করলে আবেদনের জন্য বিবেচিত হবেন না।

খ) ফেলোশিপ এর অন্যান্য যোগ্যতা ও শর্তবালি:

অ) সাধারণ ফেলোশিপ-১ (এমএস/সমমানের ডিগ্রী):

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিকভাবে খাদ্য ও পুষ্টি, অনুজীব বিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণ রসায়ন, ফলিত রসায়ন, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা, খাদ্য প্রকৌশল ও প্রযুক্তি, কৃষি, মাৎস্য বিজ্ঞান, পশুপালন, পশু চিকিৎসা, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণি বিজ্ঞান, কৃষি অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, পরিবেশ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, বায়োটেকনোলজি, বায়োইনফরমেটিক্স বা নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে (গবেষণা/থিসিস গ্রুপে) অধ্যয়নরত/গবেষণারত ছাত্রছাত্রীগণ এ ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। সাধারণ ফেলোশিপ-১ এর জন্য এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় (GPA- ন্যূনতম ৪.৫০/প্রথম বিভাগ এবং স্নাতক পর্যায়ে CGPA- ন্যূনতম ৩.২০ (স্কেল-৪.০ এর ক্ষেত্রে) অথবা CGPA-ন্যূনতম ৪.২৫ (স্কেল-৫.০ এর ক্ষেত্রে) অথবা প্রথম শ্রেণি/সমমান হতে হবে।

আ) সাধারণ ফেলোশিপ-২ (এমফিল):

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিকভাবে খাদ্য ও পুষ্টি, অনুজীব বিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণ রসায়ন, ফলিত রসায়ন, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা, খাদ্য প্রকৌশল ও প্রযুক্তি, কৃষি, মাৎস্য বিজ্ঞান, পশুপালন, পশু চিকিৎসা, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণি বিজ্ঞান, কৃষি অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, পরিবেশ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, বায়োটেকনোলজি, বায়োইনফরমেটিক্স বা নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয়ে এমফিল বা সমমান শ্রেণিতে (গবেষণা/থিসিস গ্রুপে) অধ্যয়নরত/গবেষণারত ছাত্রছাত্রীগণ এ ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। সার্বক্ষণিক সাধারণ ফেলোশিপ-২ এর জন্য এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় GPA- ন্যূনতম ৪.৫০/প্রথম বিভাগ এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে CGPA-ন্যূনতম ৩.২০ (স্কেল-৪.০ এর ক্ষেত্রে) এবং CGPA-ন্যূনতম ৪.২৫ (স্কেল-৫.০ এর ক্ষেত্রে) অথবা প্রথম শ্রেণি/সমমান হতে হবে।

ই) উর্ধ্বতন ফেলোশিপ (পিএইচডি):

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিকভাবে খাদ্য ও পুষ্টি, অনুজীব বিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণ রসায়ন, ফলিত রসায়ন, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা, খাদ্য প্রকৌশল ও প্রযুক্তি, কৃষি, মাৎস্য বিজ্ঞান, পশুপালন, পশু চিকিৎসা, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণি বিজ্ঞান, কৃষি অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, পরিবেশ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, বায়োটেকনোলজি, বায়োইনফরমেটিক্স বা নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয়ে পিএইচডিতে অধ্যয়নরত/গবেষণারত ছাত্রছাত্রীগণ এ ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। ফেলোশিপের জন্য এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় GPA- ন্যূনতম ৪.৫০/প্রথম বিভাগ এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে CGPA- ন্যূনতম ৩.২০ (স্কেল-৪.০ এর ক্ষেত্রে) এবং CGPA-ন্যূনতম ৪.০ (স্কেল-৫ এর ক্ষেত্রে) অথবা প্রথম শ্রেণি/সমমান হতে হবে।

গ) দ্বিতীয়বার এমএস, এমফিল বা পিএইচডি ডিগ্রি গ্রহণের জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা হবে না।

ঘ) তত্ত্বাবধায়কের যোগ্যতা:

অ) কমপক্ষে সহযোগী অধ্যাপক অথবা প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (Principal Scientific Officer) বা সমমানের পদের কর্মকর্তা হতে হবে;

আ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

ই) কমপক্ষে ১টি গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন করেছেন অথবা কমপক্ষে ১০ জন ছাত্র-ছাত্রীর গবেষণা থিসিস কার্যক্রমে তত্ত্বাবধায়ক/সহ-তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন;

ঈ) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জার্নালে কমপক্ষে ৫টি প্রকাশনা থাকতে হবে;

উ) পিএইচডি ডিগ্রি থাকলে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচ্য হবে;

ঊ) পিএইচডি ফেলোশিপের ক্ষেত্রে সুপারভাইজারের অবশ্যই পিএইচডি ডিগ্রি থাকতে হবে। তত্ত্বাবধানকৃত গবেষণার বিষয়ে একটি শক্তিশালী একাডেমিক পটভূমি থাকতে হবে।

৭.০ **ফেলোশিপের মেয়াদ:**

ক) সাধারণ ফেলোশিপ-১ (এমএস) এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর হবে। সাধারণ ফেলোশিপ-১ (এমএস) মেয়াদ কোনক্রমেই বৃদ্ধি করা যাবে না।

খ) সাধারণ ফেলোশিপ-২ (এমফিল) এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বছর হবে।

গ) উর্ধ্বতন ফেলোশিপ (পিএইচডি) এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছর হবে।

ঘ) যে সকল ফেলো/গবেষক এমফিল লিডিং টু পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত তাদের ক্ষেত্রে উল্লিখিত শর্তানুসারে তৃতীয় বছরের জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা যাবে।

৭.১ উক্ত ফেলোশিপসমূহের মেয়াদ কোন ক্রমেই বৃদ্ধি করা যাবে না।

৭.২ ফেলোশিপ প্রাপ্ত কোন শিক্ষার্থী তার ফেলোশিপ ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে, সর্বোচ্চ প্রাপ্য সময়সীমার জন্য ফেলোশিপ না পেয়ে থাকলে যদি তার গবেষণা কার্যক্রম চলতে থাকে সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করলে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে ঐ ফেলোশিপ হিসাবে প্রদেয় সর্বোচ্চ সীমা যেটি কম হয়, সে পর্যন্ত তাকে ফেলোশিপ দিতে পারবে।

৮.০ **ফেলোশিপের জন্য আবেদন আহ্বান ও জমা প্রদানের পদ্ধতি:**

ক) আবেদন আহ্বান: কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে অর্থবছরে ফেলোশিপ প্রদান করা হবে তার পূর্বের অর্থবছরেই অথবা বিশেষ প্রয়োজনে চলমান অর্থবছরেই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ০২ (দুই) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি) এবং কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি আহবান করা হবে।

খ) আবেদন ফরম সংগ্রহ ও জমাদান: কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরমে ও পদ্ধতিতে ফেলোশিপের জন্য আবেদন করতে হবে।

গ) আবেদনপত্র গ্রহণ: বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে এবং বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন দাখিল করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের পরে প্রাপ্ত কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

৯.০ **আবেদনপত্রের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে:**

ক) সাম্প্রতিক তোলা ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি;

খ) জাতীয় পরিচয় পত্র অথবা জন্ম সনদের প্রতিলিপি;

গ) সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রতিলিপি (সনদ ও মার্কশিট);

ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কোর্সে ভর্তির সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও ভর্তির রশিদ;

ঙ) 'আবেদনকারী একজন সার্বক্ষণিক শিক্ষার্থী/গবেষক' এই মর্মে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়নপত্র (প্রত্যয়নপত্রে বিভাগীয় প্রধানের পুরো নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা থাকতে হবে);

চ) তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষরিত গবেষণা প্রস্তাবের সারসংক্ষেপ (সারসংক্ষেপ তত্ত্বাবধায়কের নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা থাকতে হবে);

ছ) 'অন্য কোন সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে উক্ত শিক্ষা/গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপ/অনুদান গ্রহণ করা হয় নাই' মর্মে ঘোষণাপত্র;

জ) সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/বিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চাকরিজীবীগণের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে শিক্ষা/গবেষণার অনুমতিপত্র/শিক্ষা ছুটি/প্রেষণ মঞ্জুর সংক্রান্ত পত্রের অনুলিপি; এবং

ঝ) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অন্যান্য কাগজ/সনদ।

১০.০ **ফেলোশিপ ধারাবাহিকতার জন্য নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে;**

ক) ফেলোশিপপ্রাপ্ত এমফিল/পিএইচডিতে অধ্যয়নরত/গবেষণারত ছাত্রছাত্রী/গবেষকগণের দ্বিতীয় বছরে ফেলোশিপ ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য (i) ফেলোশিপ প্রাপ্তির সরকারি পত্রের অনুলিপি, (ii) প্রথম বছরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির সপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, (iii) তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, (iv) এবং এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনার প্রদানের প্রমাণক অথবা প্রথম বছরের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল বিবরণী আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

খ) ফেলোশিপপ্রাপ্ত পিএইচডিতে অধ্যায়নরত/গবেষণারত ছাত্রছাত্রী/গবেষকগণের তৃতীয় বছরে ফেলোশিপ ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য (i) ফেলোশিপ প্রাপ্তির সরকারি পত্রের অনুলিপি, (ii) প্রথম ০২ (দুই) বছরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির সপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, (iii) তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, (iv) এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনার প্রদানের প্রমাণক, এবং (v) দেশি/বিদেশি পিয়ার রিভিউড (Peer Reviewed) জার্নালে এক বা একাধিক প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

১১.০ ফেলো নির্বাচন পদ্ধতি:

আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রস্তাবিত প্রকল্পের জাতীয় প্রয়োজনীয়তা ও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সংশ্লিষ্টতা এবং মৌখিক পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার এর ভিত্তিতে যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই/সুপারিশ করা হবে। এ লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত বাছাই কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থীদের দাখিলকৃত আবেদন যাচাই ও মৌখিক পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে ফেলো নির্বাচনের জন্য মূল্যায়ন কমিটি বরাবর সুপারিশ করবেন। মূল্যায়ন কমিটি সংশ্লিষ্ট গ্রুপের প্রার্থীদের এসএসসি/এইচএসসি/স্নাতক/স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলাফল এবং মৌখিক পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার এর গুরুত্ব (Weightage) অভিন্ন ও যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করবেন। মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ ফেলোশিপ প্রদান করবে। এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১২.০ ফেলোশিপ কমিটি: ফেলোশিপের আবেদন যাচাই ও মৌখিক পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং চূড়ান্ত সুপারিশের নিমিত্ত নিম্নলিখিত ০৩ (তিন) টি কমিটি গঠন করতে হবে:

ক) প্রাথমিক বাছাই কমিটি:

১। অতিরিক্ত পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন)/ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত অন্য কোনো কর্মকর্তা	আহ্বায়ক
২। উপপরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন)/ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত অন্য কোনো কর্মকর্তা	সদস্য
৩। গবেষণা কর্মকর্তা (গবেষণা ও নীতি)/ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত অন্য কোনো কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

বাছাই কমিটির কার্যপরিধি:

- আবেদনপত্র প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই করে ভূল বা অযোগ্য আবেদন বাতিল করা এবং একটি short-list প্রস্তুত করা।
- প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত তালিকাসহ আবেদনপত্র মূল্যায়ন কমিটি বরাবর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা।

খ) মূল্যায়ন কমিটি:

১। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত কর্তৃপক্ষের একজন সদস্য	আহ্বায়ক
২। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক	সদস্য
৩। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একজন গবেষক {মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (Chief Scientific Officer)-এর নিম্নে নয়}	সদস্য
৪। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	সদস্য
৫। কর্তৃপক্ষের গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক	সদস্য
৬। খাদ্য পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক সমন্বয় কার্যক্রম বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক	সদস্য
৭। উপপরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন)/ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত বিষয় সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

মূল্যায়ন কমিটির কার্যপরিধি:

- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মানদণ্ড অনুযায়ী আবেদনসমূহ মূল্যায়ন করবেন।
- মৌখিক পরীক্ষায় এবং মূল্যায়ন নম্বরের ভিত্তিতে ফেলো নির্বাচনের জন্য কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশ করবেন।

১৩.০ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ফেলোশিপ অনুমোদন:

মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হবে।

১৪.০ ফেলোশিপ ব্যবস্থাপনা কমিটি:

কর্তৃপক্ষের ফেলোশিপ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি ফেলোশিপ ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে। এ কমিটি কর্তৃপক্ষ সময় সময় পরিবর্তন করতে পারবে। কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবে:

ফেলোশিপ ব্যবস্থাপনা কমিটি:

১। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত কর্তৃপক্ষের একজন সদস্য	সভাপতি
২। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহে)	সদস্য
৩। গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক	সদস্য
৪। গবেষণা কর্মকর্তা (গবেষণা ও নীতি শাখা) বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত অন্য কোন কর্মকর্তা	সদস্য
৫। উপপরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন)	সদস্য সচিব

১৪.১ ফেলোশিপ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি:

(১) ফেলোশিপ প্রতিবেদন অনুমোদন করা ও ফেলোশিপ প্রতিবেদন প্রকাশনা সম্পর্কে অভিমত প্রদান করা;

(২) সময়ে সময়ে পরিবর্তন কিংবা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রয়োজনে ফেলোশিপ নীতিমালা পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধনের সুপারিশ করা;

(৩) বার্ষিক ফেলোশিপ প্রতিবেদন প্রস্তুত ও ফেলোশিপ প্রচার কর্মশালা আয়োজন করা;

(৪) ফেলোর কার্যক্রম সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান; এবং

(৫) ফেলোশিপ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় ও নিয়মিত তদারকি করা।

১৪.২ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গবেষণা প্রকল্প ভিত্তিক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ:

ফেলোশিপ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের স্বার্থে কর্তৃপক্ষ ফেলো ভিত্তিক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবেন।

১৪.৩ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার দায়িত্বাবলি:

(ক) ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা কর্তৃপক্ষ এবং ফেলোদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করবেন।

(খ) ফেলোর গবেষণার গুণমান এবং প্রভাব (impact) বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করবেন।

(গ) ভাতার চেক/কিস্তি ছাড়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ব্যয়/ভাউচার পরীক্ষা করবেন এবং ফেলো ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অর্থছাড়ের বিষয়ে সুপারিশ করবেন।

(ঘ) তত্ত্বাবধায়ক/ফেলোগণ কর্তৃক সময়-সময় প্রেরিত অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবেন এবং ফেলোশিপ ব্যবস্থাপনা কমিটি বরাবর মতামত/সুপারিশ প্রদান করবেন।

১৫.০ ফেলোশিপের মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশের সময়সীমা:

ক) মূল্যায়ন প্রতিবেদন:

প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর ফেলোগণকে তাঁদের তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে গবেষণা কর্মের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি কিস্তির বিলের সাথে সংযুক্ত করে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।

খ) সমাপনী প্রতিবেদন:

ফেলোগণ গবেষণা সমাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে তাঁর তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের নিকট চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করবেন। প্রতিবেদনের সাথে সফট কপি (Soft Copy)সহ থিসিস/গবেষণাপত্র (Thesis/Dissertation)-এর একটি কপি জমা দিবেন। সফট কপি (Soft Copy)সহ চূড়ান্ত প্রতিবেদন ও থিসিস/গবেষণাপত্র (Thesis/Dissertation) এর কপি জমা দিতে ব্যর্থ হলে ফেলোশিপ বাবদ প্রদত্ত সমুদয় অর্থ সরকারকে ফেরৎ প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

গ) সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভা:

ফেলোগণের গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লব্ধজ্ঞান বিষয়ে কর্তৃপক্ষ বছরে এক বা একাধিকবার সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভার আয়োজন করবে। উক্ত সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভায় গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন এরূপ ফেলোদের মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত ফেলোগণ অংশগ্রহণ করবেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মনোনীত ফেলো/ফেলোগণ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনসহ আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন।

১৬.০ **ফেলোশিপের ভাতা প্রাপ্তি:**

চেক/ইএফটি (ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার)-এর মাধ্যমে নির্বাচিত ফেলোগণকে ভাতা প্রদান করা হবে। নিয়োগপ্রাপ্ত ফেলোগণ নিয়োগপত্রের শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত ফরমে ও নিয়মে কর্তৃপক্ষের নিকট ষান্মাসিক ভিত্তিতে বিল দাখিল করবেন। প্রতি অর্থবছরে ০২ (দুই) কিস্তিতে বিল দাখিলের ভিত্তিতে ফেলোদের ফেলোশিপ ভাতা চেক/ইএফটি মারফত পরিশোধ করা হবে।

১৭.০ **তহবিলের উৎস:**

নিম্নলিখিত উৎসসমূহ থেকে গবেষণা কর্মের তহবিল গঠিত হবে:

(ক) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আর্থিক বিধিমালা, ২০১৯ এর বিধি ৩ এ উল্লিখিত খাতসমূহ; এবং

(খ) সরকার অনুমোদিত দেশি ও বিদেশি সরকারি/বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক গবেষণা/ফেলোশিপ পরিচালনার জন্য প্রদত্ত অর্থ।

১৮.০ **সম্মানী:**

এই নীতিমালার আলোকে গঠিত বিভিন্ন কমিটি (ফেলোশিপ প্রাথমিক বাছাই কমিটি, মূল্যায়ন কমিটি ও ফেলোশিপ ব্যবস্থাপনা কমিটি) প্রতি সভায় অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিতহারে সম্মানী প্রাপ্ত হবেন। সম্মানীর হার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

১৯.০ **বিবিধ:**

ক) গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অন্যত্র বদলি হলে অথবা তত্ত্বাবধান করতে ইচ্ছুক না হলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ফেলোগণ ১ (এক) মাসের মধ্যে নতুন তত্ত্বাবধায়ক গ্রহণ করতে পারবেন। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট ফেলোর ফেলোশিপ বাতিল করা হবে।

খ) যেক্ষেত্রে একাধিক প্রতিষ্ঠানে গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন সেক্ষেত্রে ফেলোর প্রধান তত্ত্বাবধায়কসহ একাধিক সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক থাকতে পারবেন। তবে, এক্ষেত্রে সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক ফেলোশিপ হতে কোনো ধরনের ভাতা প্রাপ্ত হবেন না।

গ) ফেলোশিপের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ফেলোশিপ পরিত্যাগ করলে (কোন প্রতিবেদন না দিয়ে) অথবা ফেলোশিপ সংক্রান্ত নিয়মকানুন মেনে চলতে ব্যর্থ হলে ফেলোশিপ বাবদ প্রদত্ত সমুদয় অর্থ ফেরৎ প্রদানে সংশ্লিষ্ট ফেলো বাধ্য থাকবেন।

ঘ) সম্পাদিত গবেষণাটি জাতীয়/আন্তর্জাতিক (Peer Reviewed) কোনো জার্নালে প্রকাশযোগ্য হতে হবে। ফেলোগণ গবেষণাপত্রটি গবেষণা সমাপ্তির ০১ বছরের মধ্যে জাতীয়/আন্তর্জাতিক (Peer Reviewed) কোনো জার্নালে প্রকাশ করতে না পারলে, গবেষণাটি মানসম্মত নয় বলে বিবেচিত হবে এবং পরবর্তীতে উক্ত তত্ত্বাবধায়কের আওতায় ফেলোশিপ প্রদান সীমিত করা হবে। সম্পাদিত গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত পণ্য, তথ্য, ডাটা, রিপোর্ট, ডিজাইন, নক্সা, মডেল, প্রসেস, ফর্মুলা ইত্যাদিতে কর্তৃপক্ষ ও ফেলোর যৌথ স্বত্ব বিদ্যমান থাকবে, তবে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতীত ফেলোগণ প্রতিবেদনটি মুদ্রণ, প্রকাশ, বিক্রয় কিংবা গণমাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবেন না। কর্তৃপক্ষের অর্থায়নে গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন হয়েছে, এই শর্তে প্রকাশনা গ্রন্থ, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ/সেমিনার আয়োজনের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

ঙ) গবেষণা কার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ মনোনীত একজন কর্মকর্তা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। গবেষণা বিষয়ে প্রয়োজনীয় মতামত/পরামর্শ প্রদান এবং গবেষণা পত্র জার্নালে প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা সাপেক্ষে ফেলোগণ উক্ত কর্মকর্তার নাম গবেষণা পত্রে/জার্নালে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। এক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক ও কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হবে।

চ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফেলোগণ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিয়া ০৩ (তিন) কপি খসড়া প্রতিবেদন *(সফটকপি সহ)* কর্তৃপক্ষের গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগে জমা প্রদান করবেন।

ছ) অসাধারণ গবেষণাকর্মের জন্য সংশ্লিষ্ট ফেলো ও তাঁর তত্ত্বাবধায়ককে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশেষ স্বীকৃতি প্রদান করা যাবে।

জ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম প্রদর্শন (Showcasing) এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ঝ) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে ফেলোগণের তালিকা ও গবেষণাকার্য সংরক্ষণার্থে ফেলো আইডি প্রণয়নসহ একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত করতে পারবে।

ঞ) এই নীতিমালায় কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখা দিলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে পরিগণিত হবে।

ট) এই নীতিমালার পরিবর্তন/ পরিবর্ধন/ পরিমার্জন/ সংযোজন/ বিয়োজন করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

তফসিল-১
(ফেলোশিপ প্রদানের ক্ষেত্র: অনুচ্ছেদ ৪)

ক) খাদ্য অণুজীব বিজ্ঞান (Food Microbiology)

i. খাদ্যে অণুজীবের ইকোলজি (Microbial ecology in food)
ii. খাদ্যে অণুজীব পরীক্ষার পদ্ধতি (Microbiological testing methods in food)
iii. প্রোবায়োটিকস বা খাবারে উপকারী অণুজীব (Probiotics or beneficial organisms in food)
iv. খাদ্য অনুজীবিয় দূষক বিশ্লেষণ (Analysis of microbial food contaminants)

খ) খাদ্য রসায়ন (Food Chemistry)

i. খাদ্যের রাসায়নিক গঠন (Chemical composition of foods)
ii. খাদ্য সংযোজক দ্রব্য ও সংরক্ষণকারী (Food additives & Preservatives)
iii. খাদ্য রাসায়নিক দূষক বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ (Analysis & Control of chemical of food contaminants)
iv. খাদ্যে এন্টিবায়োটিক ও অন্যান্য রাসায়নিকের অবশিষ্টাংশ বিশ্লেষণ (Analysis of Antibiotics & other chemical residue in food)
v. ভারী ধাতু এবং বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ বিশ্লেষণ (Heavy metal and pesticide residue analysis)

গ) বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনকৃত বা সংশোধিত খাদ্য (Genetically Modified(GM) or Engineered Food)

i. বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনকৃত খাদ্যের নিরাপদতা মূল্যায়ন (Safety assessment of GM food)
ii. GM food এর নিয়ন্ত্রণ এবং লেবেলিং (Controlling & labelling of GM food)
iii. GM food সম্পর্কে জনসাধারনের ধারনা এবং শিক্ষা (Public perception and education on GM food)

ঘ) খাদ্য মানের নিশ্চয়তা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Food Quality Assurance & Risk Management)

i. খাদ্য উৎপাদন পর্যায়ে মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা (Quality Control measures in food production level)
ii. খাদ্য উৎপাদনে পরিবেশগত বিবেচনা (Environmental considerations in food productions)
iii. খাদ্য পণ্যের মান নির্ণয়করণ পদ্ধতি উদ্ভাবন (Innovative methods for detection of food quality)
iv. খাদ্য পণ্যের সংবেদনশীল মূল্যায়ন (Sensory evaluation of food products)
v. খাদ্যের শেলফ-লাইফ (Shelf- life of food)
vi. গুণগতমান এবং সার্টিফিকেশন (Quality standards and certifications)
vii. ঝুঁকি মূল্যায়ন, ব্যবস্থাপনা ও অবহিতকরণ (Risk Assessment, Management & Communication)

ঙ) খাদ্য বিষবিদ্যা (Food Toxicology)

i. খাদ্যবাহিত টক্সিন সনাক্তকরণ এবং বিশ্লেষণ (Identification and analysis of food borne toxins)
ii. দীর্ঘমেয়াদী এবং তীব্র বিষাক্ততা অধ্যয়ন (Chronic and acute toxicity studies)

চ) খাদ্য সংরক্ষণ, প্যাকেজিং এবং স্টোরেজ (Food Preservation, Packaging & Storage)

i. খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি (Food preservation methods)
ii. প্যাকেজিং উপকরণ এবং নিরাপদ খাদ্যের উপর প্রভাব (Packaging materials and their impacts on food safety)
iii. প্যাকেজিং ও স্টোরেজ পরিবেশ (Packaging & storage atmosphere)

ছ) লেবেলিং এবং অ্যালার্জেন বিশ্লেষণ (Labelling & Allergen Analysis)

i. খাদ্য পণ্যের পুষ্টি বিশ্লেষণ (Nutrient analysis of food products)
ii. লেবেলিং প্রবিধান এবং প্রতিপালন (Labeling regulations & compliances)
iii. পুষ্টি তথ্য এবং স্বাস্থ্য দাবি (Nutritional information & health claims)
iv. অ্যালার্জেন ব্যবস্থাপনা এবং লেবেলিং (Allergen management & labelling)

জ) খাদ্য পরিচালন এবং প্রক্রিয়াকরণ (Food Handling & Processing)

i. খাদ্য পরিচালনকারীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি (Personal hygiene of food handlers)
ii. খাদ্য প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধিসম্মত অনুশীলন (Sanitary practices in food establishment)
iii. প্রিরিকুইজিট প্রোগ্রাম (পিআরপি) যেমন হ্যাচাপ, সিজিএমপি, জিএকিউপি, জিএপি, এইচএআরপিসি, ইত্যাদি (Prerequisite programs like HACCP, CGMP, GAqP, GAP, HARPC etc)
iv. স্বাস্থ্যসম্মত রান্না এবং প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি (Healthy cooking and processing methods)

ঝ) খাদ্য দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (Prevention & Control of Food Contamination)

i. খাদ্যবাহিত রোগজীবাণু পর্যবেক্ষণ, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (Monitoring, prevention and control of foodborne pathogens)
ii. ভৌত, রাসায়নিক এবং জীবতাত্ত্বিক দূষণ সনাক্তকরণ, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (Identification, prevention and control of physical, chemical and biological contamination)
iii. ভেজাল ও নকল খাবার সনাক্তকরণ (Detection of adulteration and counterfeit foods)
iv. খাদ্য জালিয়াতির অর্থনীতি এবং নিয়ন্ত্রণ (Food fraud economy and control)
v. খাদ্যের উৎস চিহ্নিতকরণ (Food traceability)

ঞ) খাদ্য নিরাপদতায় পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ (Statistical Analysis in Food Safety)

i. নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত তথ্যের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ (Statistical analysis of food safety data)
ii. খাদ্যের নিরাপদতা পরীক্ষা-নিরীক্ষার নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (Design and implementation of food safety experiments)
iii. ঝুঁকি মূল্যায়ন মডেলিং (Risk assessment modeling)
iv. খাদ্য নিরাপদতায় তথ্য-চালিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Data-driven decision making in food safety)
v. নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিগ ডাটা বিশ্লেষণ ও মেশিন লার্নিং-এর ব্যবহার (Big data analysis related to food safety and use of machine learning).

ট) খাদ্য আমদানি ও রপ্তানি (Food Export & Import)

i. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মান প্রতিপালন (Compliance with international trade standards)
ii. আমদানিকৃত ও রপ্তানিযোগ্য খাদ্যের পরিদর্শন এবং সনদ প্রদান (Inspection & certification of imported & exportable foods)
iii. নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা (Cross-border collaboration on food safety measures)
iv. খাদ্যের নিরাপদতার সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্পর্ক (Relation between Food Safety and International Trade)

ঠ) নিরাপদ খাদ্যে উদীয়মান প্রযুক্তি (Emerging Technologies in Food Safety)

i. ট্রেসেবিলিটির জন্য ব্লকচেইন প্রয়োগ (Application of blockchain in traceability)
ii. দ্রুত সনাক্তকরণ পদ্ধতি (Rapid detection methods)
iii. নিরাপদ খাদ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার (Use of artificial intellingence in food safety)
iv. নিরাপদ খাদ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহার (Nanotechnology for food safety applications.)

ড) খাবারের স্বাস্থ্য বিপত্তি (Health Hazards from Food)

i. খাদ্য বিষক্রিয়া (Food poisoning)
ii. এলার্জির প্রতিক্রিয়া (Allergen reactions)
iii. দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবসহ খাদ্যজনিত রোগ (Foodborne diseases with chronic effects)
iv. পানিবাহিত রোগ (Waterborne diseases)
v. খাদ্যবাহিত অন্যান্য রোগ (Other foodborne diseases)

ঢ) খাদ্য শিল্পে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Waste Management in Food Industry)

i. খাদ্য বর্জ্যের নিরাপদ নিষ্পত্তি (Safe disposal of food waste)
ii. উপজাত ব্যবস্থাপনা এবং অবশিষ্টাংশ প্রক্রিয়াকরণ (Management of by-products and processing of residues)

তফসিল-২

(ফেলোশিপের ভাতার হার: অনুচ্ছেদ ৫)

ক) সাধারণ ফেলোশিপ – ১ (এমএস):

- ফেলোর ভাতা (মাসিক) = ৭,০০০/- (সাত হাজার) টাকা
- সুপারভাইজারের ভাতা (এককালীন) = ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা
- গবেষণা ব্যয় (এককালীন) = ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা

খ) সাধারণ ফেলোশিপ – ২ (এমফিল):

- ফেলোর ভাতা (মাসিক) = ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা
- সুপারভাইজারের ভাতা (এককালীন) = ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা
- গবেষণা ব্যয় (এককালীন) = ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা

গ) উর্ধ্বতন ফেলোশিপ (পিএইচডি):

- ফেলোর ভাতা (মাসিক) = ২০,০০০/- টাকা (বিশ হাজার) টাকা
- সুপারভাইজারের ভাতা (এককালীন) = ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা
- গবেষণা ব্যয় (এককালীন) = ১০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা

২৭/৫/২০২২